INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-2, July-December 2025

ভারতীয় নীতিবিদ্যার আলোকে সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্মের ধারণা এবং বর্তমান সমাজে তার প্রয়োজনীয়তা

* সংগীতা দে সরকার

https://doi.org/10.5281/zenodo.18140722

সংক্ষিপ্তসার

এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হলো যে, ভারতীয় জ্ঞান ভান্ডারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা সকাম ও নিষ্কাম কর্ম- এই দুই ধারণার বর্তমান সমাজ কাঠামোয় প্রয়োজনীয়তা । এই বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে প্রবন্ধের চাহিদাঅনুযায়ী সম্পূর্ণ চিন্তা ভাবনা কে এখানেক্রমানুযায়ী কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করে নেওয়া হয়েছে।

প্রথম স্তর: শ্রীমদ্ভাগবত গীতা অনুসরণ করে উক্ত দুই প্রকার কর্মের গ্রন্থ ভিত্তিকব্যাখ্যা।

দ্বিতীয় স্তর: সকাম কর্মের নৈতিক অবস্থান তথা কোনো কর্ম সকাম হলে ক্ষতি কি; তারদার্শনিক ব্যাখ্যা।

তৃতীয় স্তর: সাধারণ মানুষের পক্ষে আদৌ কোনো নিষ্কাম কর্ম করা সম্ভব কিনা; বর্তমানসমাজের প্রেক্ষিতে তার উত্তর খোঁজা।

চতুর্থ স্তরঃ বর্তমান সমাজ-সংস্কৃতির নিরীখে ভারতীয় কর্ম নীতির সাযুজ্য কতখানি,তার পর্যালোচনা।

মূল শব্দ গুচ্ছ: ভারতীয় কর্মবাদ, কর্মযোগ, উপযোগবাদ, ইমানুয়েল কান্ট্ এর কর্তব্যবাদ।

** এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, সম্মিলনী মহাবিদ্যালয়*

ভূমিকা:

ভারতীয় নীতিবিদ্যায় কর্ম (কর্মফল) ও নৈতিকতার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর এবং প্রাচীন। কর্ম এবং নৈতিকতার মধ্যকার সংযোগ ভারতীয় চিন্তাধারায় সুদীর্ঘকাল ধরেই আলোচনার বিষয়। প্রাচীন শাস্ত্র যেমন বেদ, উপনিষদ, গীতা, ও স্মৃতিতে সকাম ও নিষ্কাম কর্ম সংক্রান্ত দার্শনিক ধারণাগুলি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।সাধারণ ভাবে মনে করা হয় যে 'সকাম কর্ম' বলতে বোঝায় সেই সমস্ত কর্ম যা কোনো ব্যক্তিগত লাভ, ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যসিদ্ধির আশায় সম্পাদন করা হয়, আর 'নিষ্কাম কর্ম' হলো এমন কর্ম যা কোনো স্বার্থপরতা বা ফলের প্রত্যাশা ছাড়াই সম্পাদন করা হয়।

এখন, কর্ম বলতে শুধু বাহ্যিক বা কায়িক শ্রম বোঝায় না বরং চিন্তা করা, কথাবার্তা, এমনকি ব্যক্তির আচরণও কর্মের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ মানুষের কর্ম তার চরিত্র গঠন করে এবং সমাজে সুশৃংখলতা বজায় রাখে। কর্ম মানুষের আত্মিক উন্নয়নের একটি মাধ্যম। সঠিক কর্মের মাধ্যমে মানুষ জীবনের পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে এবং আত্মার মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়।অর্থাৎ কর্ম আমাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করে । চিন্তাবিদদের মতে, কর্মই জীবন এবং কর্মই মুক্তির পথ - এই চেতনা ধারণ করাই আমাদের সকলের জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য:

উক্ত পূর্বস্বীকৃতি স্মরণে রেখে এই আলোচনার মূল লক্ষ্য হল: আধুনিক প্রেক্ষাপটে ভারতীয় নীতিবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে সকাম ও নিষ্কাম কর্মের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা। এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে কতকগুলি স্তর বিভাজিত হয়েছে।

প্রথমতঃ শ্রীমদ্ভগবদগীতার আলোকে উক্ত দুই প্রকার কর্মের ধর্মীয় ও নৈতিক বিশ্লেষণ।

দ্বিতীয়তঃ সকাম কর্মের নৈতিক গ্রহণযোগ্যতা ও তার সীমাবদ্ধতা।

তৃতীয়তঃ নিষ্কাম কর্মের বাস্তবতা ও সমাজে তার সম্ভাব্য প্রয়োগ।

চতুর্থতঃ আধুনিক দার্শনিক বিশ্লেষণের সঙ্গে ভারতীয় কর্মতত্ত্বের সাযুজ্য।

বর্তমান ভোগবাদী সমাজে, যেখানে প্রতিটি কর্মের উদ্দেশ্য হিসেবে কোনো না কোনো স্বার্থ,মুনাফা বা সফলতার প্রত্যাশা লুকিয়ে থাকে, সেখানে নিষ্কাম কর্মের দর্শন এক গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প ধারণা প্রদান করতে পারে । সামাজিক দায়িত্ববোধ, পেশাগত সততা, পারিবারিক নৈতিকতাএবং নাগরিক কর্তব্যবোধের ক্ষেত্রে নিষ্কাম কর্মের চর্চা ব্যক্তিকে আত্মকেন্দ্রিকতা থেকেমুক্ত করে একটি বৃহত্তর নৈতিক বোধের দিকে নিয়ে যেতে পারে যা একটি সমাজকে গোঁড়া থেকে শক্ত করে উন্নত সমাজে পরিণত করতে পারে । ভারতীয় নীতিবিদ্যার আলোকে শ্রীমদ্ভাগবত গীতার কর্মযোগের বিশ্লেষণের মাধ্যমে যুগোপযোগী ভাবে ভারতীয় কর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যাই এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য।

সাহিত্য সমীক্ষা:

১। অধ্যাপক এস. রাধাকৃষ্ণন, তাঁর *The Bhagavad-Gita* (Harper Collins IndiaPublishers) গ্রন্থে গীতার নিষ্কাম কর্মবাদের দার্শনিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেবলেছেন যে, এটি কেবল এক ধরনের ধর্মীয় নির্দেশ নয়, বরং একটি বাস্তব ওমনস্তাত্ত্বিক নৈতিকতা যা মানুষের ব্যক্তিত্ব নির্মাণে সহায়ক।

২। মহাত্মা গান্ধীও গীতার নিষ্কাম কর্মনীতিকে তাঁর জীবনের মূলে স্থাপন করেছিলেন(*TheBhagavad Gita According to Gandhi* , edited by Mahadev Desai ;1920) ।তিনি মনে করতেন যে স্বার্থহীন সেবা ও দায়িত্ব পালনই হচ্ছে প্রকৃত নৈতিকতা।

৩। আচার্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তাঁর ধর্ম ও নীতিবিষয়ক প্রবন্ধে সকাম কর্মের সামাজিক পরিণতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং ব্যক্তিগত মোক্ষের চেয়ে সমাজ কল্যাণকে মুখ্য করেছেন।

৪। আধুনিক ভারতীয় নৈতিক চিন্তায়, যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিবেকানন্দের একাধিক লেখায় নিষ্কাম কর্ম একটি আধ্যাত্মিক অনুশীলনের চেয়ে সমাজ-নির্মাণের একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।*সভ্যতার সংকট* -এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে,মানুষের প্রকৃত কল্যাণ আসে নিঃস্বার্থ কর্ম ও মানবতার সেবার মাধ্যমে, যা সমাজের পুনর্গঠনে সহায়ক। *The Complete Works of Swami Vivekananda* গ্রন্থে (খন্ড৩ এবং খন্ড ৪) -এ তিনি “কর্মযোগ” ও “সেবা” বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। এখানেতিনি “Work is Worship” বা “সেবা ই ধর্ম” এই দর্শনের মাধ্যমে বোঝান যে, সমাজসেবাও নিষ্কাম কর্ম একে অপরের পরিপূরক।

উপরোক্ত গ্রন্থসমূহে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ — দু'জনেই নিষ্কাম কর্মের ধারণাকে কেবল মোক্ষলাভ বা আত্মদর্শনের পথ হিসেবে নয়, মানবজাতির প্রতি দায়িত্ব, সহানুভূতি ও সমাজকল্যাণের নৈতিক ভিত্তি হিসেবেও প্রতিষ্ঠা করেছেন।

৫। আধুনিক দার্শনিক ও গবেষকগণ যেমন ড. অরিন্দম চক্রবর্তী ও ড. কৃষ্ণানু ঘোষ আধুনিক নীতিবিদ্যায় কর্মবাদের প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁরা দেখাতে চেয়েছেন যে কর্পোরেট নৈতিকতা, সুশাসন, ও জনসেবার ক্ষেত্রে নিষ্কাম কর্মের মনোভাব সাধারণ মানুষ কে নৈতিক ভাবে উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে এবং ফলত :ব্যবহারিক কর্মে অভাবনীয় সফলতা এনে দিতে পারে। *Moral Dilemmas in ModernIndia: Essays in Applied Ethics* গ্রন্থে ড, চক্রবর্তী গীতা-ভিত্তিক নীতিবোধের আধুনিক প্রয়োগ, পেশাগত নৈতিকতা, চিকিৎসা নৈতিকতা, এবং জনসেবায় আত্মত্যাগের দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

আধুনিক গবেষক ড, কৃষ্ণানু ঘোষ তাঁর *Duty without Attachment: Reconsidering Gita inCivil Service Ethics*” প্রবন্ধে গীতার নিষ্কাম কর্মকে আধুনিক প্রশাসনে (bureaucracy) নৈতিক নীতির আধার হিসেবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন।

প্রথম স্তরঃ **কর্মতত্ত্ব ও ভারতীয় নীতিবিদ্যার পটভূমি**

ভারতীয় নীতিবিদ্যার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে ধর্ম ও কর্ম—এই দুইটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত তত্ত্ব।সঠিক কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে ধর্মাচরণ ভারতীয় চিন্তাধারার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।উপনিষদ, গীতা, এবং বিভিন্ন দর্শন যেমন সাংখ্য, যোগ, বৈদান্তিক ও বৌদ্ধ চিন্তাধারা কর্মের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। কর্ম এখানে শুধুই দৈহিক কর্ম নয়;এটি এক নৈতিক ও আত্মিক দায়িত্বও।সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম হল ভারতীয় কর্মযোগের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। কামনার সহিত কর্ম হলো সকাম কর্ম; অর্থাৎ নির্দিষ্ট ফল লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করা হলো সকামকর্ম।অন্যদিকে নিষ্কাম কর্ম হলো ফলের আশা না করে শুধুমাত্র কর্তব্যবোধে কাজ করা।নিষ্কাম কর্ম হলো কর্মযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি যা মুক্তি বা মোক্ষের পথ প্রশস্ত করে।

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-2, July-December 2025

কর্মতত্ত্ব বা কর্মবাদের অপর নাম হল নৈতিক কার্যকারণবাদ। কর্ম হলো কারণ , কর্মফল হলো কার্য । প্রত্যেকটি কারণের যেমন কার্য থাকে , তেমনি প্রত্যেকটি কর্মের ফল থাকে।কর্ম ও কর্মফল কার্যকারণ সম্বন্ধে যুক্ত।'মানুষ কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করে' ; 'জীবের পক্ষে কর্মফল এড়ানো সম্ভব নয়' - এই সব নৈতিক বচন গুলি এক বিশেষ ধরনের কর্মের কথা বলে। সেটি হলো সকাম কর্ম। একমাত্র সকাম কর্মেরই ফল ভোগ করতে হয়। এমনকি এক জীবনে কর্মেরফল ভোগ করতে না পারলে ভারতীয় দর্শন অনুযায়ী পরজন্মে সেই ফল ভোগ করতে হয়।আবার অন্যদিকে যখন বলা হয় 'ফলের আশা না রেখে কর্ম করে যাও' তখন সকাম নয়, নিষ্কামকর্মই হলোবিবেচ্য। এই কর্ম হল যেন কর্তব্যের জন্য কর্ম করা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-র অন্যতম প্রসিদ্ধ শ্লোক হল—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি ॥

(অধ্যায় ২, শ্লোক ৪৭)[1]

অর্থাৎ "তোমার কাজ করার অধিকার আছে, কিন্তু তার ফল পাওয়ার অধিকার তোমার নেই। তুমিকখনোই কর্মফলের উদ্দেশ্যে কর্ম করো না, আবার কর্ম না করাও তোমার উদ্দেশ্য হওয়াউচিত নয়।" শ্রীমদ্ভাগবত গীতার এই শ্লোক থেকে ভারতীয় কর্ম তত্ত্বেরচতু:সূত্র বা যেকাঠামো টি আমরা পাই,তা হলো;

১। শুধু কর্মেই তোমার অধিকার আছে।

২।কর্ম ফলে তোমার অধিকার নেই।

৩। কর্ম ফলের আকাঙ্খ্যা যেন তোমার কর্মের প্রবর্তক না হয়।

৪। অকর্মে বা কর্মহীনতায় যেন তোমার আসক্তি না থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতগীতাকে আমরা সাধারণত : একটি ধর্মগ্রন্থ বলে জানি।কিন্তু এটি এমন একটিগ্রন্থ যেখানে ধর্ম ও নীতি দর্শন পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়েছে ।এখানে যেমন নীতি দর্শনগঠিত হয়েছে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার পটভূমিতে ,তেমনি আবার ধর্ম এখানে পূর্ণতা লাভ করেছেনীতি দর্শনের মধ্যে।

শ্রীমদ্ভাগবতগীতার আরম্ভ হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের বিষাদের মধ্য দিয়ে। ক্ষাত্র ধর্মেরপ্রেরণায় অর্জুন কৌরবদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছেন। একইসঙ্গে অস্ত্র প্রয়োগেরফলস্বরূপ স্বজন হত্যার গ্লানি তাঁকে অস্ত্র ব্যবহারে বাধা দিয়েছে। তিনি মনে করেছেন যেঅস্ত্র ত্যাগ করাই তাঁর কর্তব্য।এইভাবে কর্তব্যের দ্বন্দ্ব যখন অর্জুনকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অবসন্ন করে তুলেছিল, তখন শ্রী কৃষ্ণ তাঁকে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে যে উপদেশদিয়েছিলেন, তারই মধ্যে গীতার নীতি দর্শন প্রকাশিত হয়েছে। অর্জুন শ্রী কৃষ্ণের কাছে যাচেয়েছিলেন তা হলো, কর্তব্যের একটা স্পষ্ট নীতি। শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে নয় জীবনে যে কোন কর্মক্ষেত্রেই আমরা নিজের কর্ম বা কর্তব্য স্থির করতে পারি না। তাই সাধারণ মানুষের কাছেওকর্তব্যের একটি নীতি প্রয়োজন। ভারতীয় নীতিবিদ্যার মূল আকর গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদগীতায়

কর্ম – কর্তব্যের সেই দিকটিই নির্দেশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তরঃ **সকাম কর্ম: ইচ্ছাপূর্তিমূলক বা ফলাশ্রিত কর্ম**

[1] Vyasa. (2000). *Bhagavad Gita* (Swami Sivananda, Trans., p. 118). The Divine Life Society

সকাম ও নিষ্কাম কর্মের উক্ত গ্রন্থ ভিত্তিক ব্যাখ্যা থেকে এই প্রশ্ন আবশ্যিকভাবে উঠতেপারে যে, সকাম কর্ম কি নৈতিকভাবে নিম্নমানের অথবা সকাম কর্ম সম্পাদন করলে ক্ষতি কি?যেমন ধরা যাক একজন ব্যক্তি অর্থ উপার্জনের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করছে বা একটি ছাত্রপরীক্ষায় পাস করার জন্য পড়াশোনা করছে বা একটি বেকার ছাত্র চাকরির আশায় এবং পরিবারপ্রতিপালনের জন্য সরকারি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আরো বলা যায়, যে অফিসের বস নিজের কোম্পানির উন্নতির জন্য তার কর্মচারীদের প্রতি কড়া পদক্ষেপ নিয়েছেন। এখানে সব কর্মইকোন না কোন ফল লাভের আশায় করা হচ্ছে।তাহলে সঙ্গত প্রশ্ন ওঠে যে, ফলের প্রতি আসক্তি কি নৈতিকতার প্রতিবন্ধক?

হিন্দু দর্শন ওভগবত গীতার প্রেক্ষাপটে এই ধরনের সকাম কর্ম কিন্তু নিন্দনীয় নয় ;বরং এই ধরনের কর্মকেস্বাভাবিক মানবিক প্রবৃত্তি বা আচরণ হিসেবে দেখা হয়। যেমন মহাভারতে দেখি রাজ্য জয়েরকামনায় রাজাদের যজ্ঞ সম্পাদন। এই ধরনের কামনার সহিত কৃতকর্ম সকাম হলেও তা নিন্দনীয়নয়। বেশিরভাগব্যক্তি সাফল্য,স্বীকৃতি , সম্পত্তি এমনকি অতীন্দ্রিয় বা অপার্থিব আশীর্বাদপাওয়ার জন্য ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার সাথে কর্মে লিপ্ত হয়। এই ধরনের কর্ম যদিওআত্মকেন্দ্রিক এবং বস্তু জগতের সাথে সংযুক্ত তবুও এটি মানব অস্তিত্ব এবং সামাজিকক্রিয়াকলাপের একটি অনিবার্য অংশ। তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে, কামনার সহিত সকাম কর্মততক্ষণ পর্যন্ত নিন্দনীয় নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটি অপরের ক্ষতি সাধন করে। অর্থাৎএমন সকাম কর্ম যার কামনা অন্যের ক্ষতি করে তা অবশ্যই নিন্দনীয়। যেমন ধরা যাক, বর্তমানঅন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে একদল নিরীহ মানুষকে হত্যা করে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীরকামনা চরিতার্থ করা - কোন আঙ্গিক থেকেই নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্যনয় বরং তীব্রভাবে নিন্দনীয়।

এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, নৈতিক মূল্যসম্পন্ন কামনার চরিতার্থ যদি সকাম কর্মেরউদ্দেশ্য হয় তাহলে তা নিন্দনীয় নয়। কিন্তু যখন কামনা-বাসনা নিজ স্বার্থকে ছাড়িয়ে পরস্বার্থে আঘাত করে অর্থাৎ কামনা যদি নৈতিক মূল্যবোধ বিযুক্ত হয়, তাহলে তা অবশ্যইনিন্দনীয়। একই কথার প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পায় জন স্টুয়ার্ট মিলের *On Liberty* গ্রন্থে;যেখানে তিনি self-regarding action(আত্ম- সম্পর্কিত আচরণ) ও other-regarding Action(পর-সম্পর্কিত আচরণ) এর কথা বলেছেন।[2] আত্ম- সম্পর্কিত কর্ম বা আচরণ যতক্ষনপর্যন্ত না অপরের অধিকার লঙ্ঘন করে ততক্ষণ পর্যন্ত তা সমাজ ও রাষ্ট্র অনুমোদিত। এবংযখনই তা অন্যের স্বার্থ লঙ্ঘন করে, তা সমাজের চোখে নিন্দনীয় ও এমন কর্ম বর্জনীয়। অতএব কিছু কিছু শর্তের মধ্যে দিয়ে সকাম কর্ম পালন করা যেতে পারে। তবে এই কর্মমাত্রাগতভাবে নিষ্কাম কর্ম অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কারণ ব্যক্তিগত স্বার্থ কামনায় কৃত কর্মব্যক্তি বা মানুষকে কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং এই ধরনের কর্মে কাম্য বস্তু বা প্রেয়স যদিপাওয়া না যায় তাহলে তা নঙ্গর্থক মানসিক প্রবৃত্তির জন্ম দেয়। সকাম কর্মকে গীতায় 'বন্ধন'বলে চিহ্নিত করা হয়েছে—এই কর্ম মানুষের আত্মার মুক্তির পথে প্রতিবন্ধক। কারণ এখানে কর্মফলের প্রতি আকর্ষণ জন্ম নেয়, যা আসক্তি ও মোহ সৃষ্টি করে।

তৃতীয় স্তরঃ **নিষ্কাম কর্ম : অনাসক্ত/কর্তব্য-কর্ম**

[2] Mill, J. S. (1978). *On Liberty* (G. Himmelfarb, Ed., p. 83). Penguin Books

শ্রীমদ্ভাগবতগীতা অনুসারে আসক্তিবিহীন কর্মই নিষ্কাম কর্ম। এখন প্রশ্ন: এই আসক্তিরঅর্থ কি? কর্মের ফলভোগের বাসনাই হলো আসক্তি। কর্ম কি কখনো আসক্তি শূন্য হয়? আমিযদি কর্মের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আসক্ত না হই ,কর্মের ফল সম্পর্কে যদি আমি উদাসীন থাকি,তাহলে আমার পক্ষে কোন কর্ম করাই সম্ভব হবে না। যেমন পাশ্চাত্য সুখবাদী দার্শনিকরাবলেছেন যে, ' আমি কর্মের দ্বারা সুখ লাভ করতে চাই বলেই আমি কর্ম করি'।[3] আমি যদি নিজেসুখভোগ সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় হই, তাহলে কোন কাজ করাই আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।Motive বাউদ্দেশ্য ভিন্ন কোন কর্ম হয় না। এই উদ্দেশ্যের নাম ফলাকাঙ্ক্ষা।এ কথা সত্য যে কোন মূর্খ ব্যক্তিও উদ্দেশ্য ছাড়া কর্ম করে না। কিন্তু আসক্তিবিহীন কর্মকরার জন্য উদ্দেশ্য বিহীন হবার প্রয়োজন নেই ।আসলে কর্ম উদ্দেশ্যহীন হয় না; তবে আমরাকর্মের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিস্পৃহ বা নিরাসক্ত হতে পারি।এই উদাসীনতার ফলে কর্মের ফল আরআমাদের স্পর্শ করতে পারেনা ।শ্রীমদ্ভগবৎগীতায় আসক্তিবিহীন কর্মকে নিষ্কাম কর্ম বলা হয়েছে ঠিক ই,কিন্তু প্রশ্ন হল:মানুষ কিভাবে কর্মফলের প্রতি অনাসক্ত হবে? গীতার আধ্যাত্মিক পটভূমিতে এই প্রশ্নেরমীমাংসা আছে।ভারতীয় দর্শনে মানুষকে ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে মনে করা হয়েছে। ঈশ্বর হলেনমানুষের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও পরিচালক।মানুষের সত্তা ঈশ্বরেই আশ্রিত। তার কর্ম ঈশ্বরেরদ্বারাই পরিচালিত।কিন্তু মায়া বা ভ্রম বশত: আমরা মনে করি যে আমরাই আমাদের কর্মেরকর্তা এবং কর্মফলের ভোক্তা। এইভাবে আমাদের যাবতীয় কর্মের পশ্চাতে থাকে অহং বোধ ওকর্তৃত্বের মোহ। এখন, কর্মের ফল ভোগ অনিবার্য। কৃতকর্মের শুভ ও অশুভ ফল অবশ্যই ভোগকরতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে: কর্ম ত্যাগ করা কি আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত?

আমাদের পক্ষে কি সমস্ত কর্ম ত্যাগ করা আদৌ সম্ভব? তাছাড়া কর্মত্যাগ করাই যদিআমাদের কর্তব্য হয় তাহলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করলেন কেন? গীতায় নিষ্কামকর্মের যে দর্শন প্রচার করা হয়েছে তার মধ্যেই এর উত্তর নিহিত আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় বলা হয়, কোন মানুষের পক্ষেই কর্ম ত্যাগ করা সম্ভব নয়। মানুষ তারস্বভাব:বশত কর্মহীন অবস্থায় থাকতে পারে না।তাহলে মানুষের পক্ষে কর্মের বন্ধন থেকেমুক্তি লাভ করা কিভাবে সম্ভব হবে? এ প্রসঙ্গে গীতার বক্তব্যকে সযত্নে লক্ষ্য করাপ্রয়োজন। গীতায় বলা হয়েছে যে, কর্মের দ্বারা বন্ধন হলেও মুক্তির জন্য কর্মত্যাগ করারপ্রয়োজন নেই। কারণ, কর্ম স্বরূপত: বন্ধনের কারণ নয়। বন্ধনের কারণ হল আসক্তি। সাধারণমানুষের কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকে আসক্তি, কামনা, ফলাকাঙ্ক্ষা। তার দ্বারা মানুষ সংসারেআবদ্ধ হয়। মানুষের পক্ষে কর্ম ত্যাগ করা সম্ভব না হলেও কর্মফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগকরা সম্ভব।তার ফলেই কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতগীতার তত্ত্ব অনুসারে সকাম কর্ম হলো বন্ধনের কারণ। কিন্তু যে কারণ নিষ্কাম,তা বন্ধনের কারণ হয় না। এই নিষ্কাম কর্মকে গীতায় যজ্ঞার্থ কর্ম বলা হয়েছে। যে কর্মযজ্ঞার্থ অর্থাৎ যজ্ঞ রূপে যে কর্ম করা হয়,সেই কর্মের ফলে বন্ধন হয় না।'যজ্ঞার্থ কর্ম' কথাটির অর্থ কি?- এর উত্তরে বলা যায় যে আমরা যজ্ঞ করি নানান উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য।এই যজ্ঞ ভোগার্থ। কিন্তু যদি ত্যাগের জন্য যজ্ঞ করা হয়, তাহলে সেই কর্মই হবে যজ্ঞার্থকর্ম। গীতা অনুসারে যে

[3] Bentham, J. (1996). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (J. H. Burns & H. L. A. Hart, Eds., p. 11). Oxford University Press.

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-2, July-December 2025

কর্ম ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ রূপে সম্পাদন করা হয় তাই যজ্ঞার্থকর্ম।ঈশ্বর আমাদের সকল কর্মের নিয়ামক। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, আমরা কর্ম করতেপারি; কর্মে আমাদের অধিকার আছে,কিন্তু যেহেতু আমরা আমাদের কর্মের প্রকৃত কর্তা নই,তাই কর্মফলের প্রতি আমাদের কোন আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত নয়। ফলাকাঙ্খা রহিত হয়ে আমরাতখনই কাজ করতে পারি, যদি আমরা আমাদের কর্মকে ঈশ্বরে সমর্পণ করি। কর্মযোগের শিক্ষাএই যে,আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত কর্মের পশ্চাতে আত্মা আছে। এই আত্মা দেহ, মন ওইন্দ্রিয়াদি থেকে স্বতন্ত্র; অথচ দেহ ইন্দ্রিয়াদি আত্মায় অধিষ্ঠিত থেকেই নিজ নিজ কার্যসমাধা করে। আত্মাকে এইভাবে দেহ মন ও ইন্দ্রিয় থেকে পৃথক বলে জানলে কর্তৃত্বভাব আরথাকে না। আত্মজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে আত্মা কোন কর্মের কর্তা নন। তিনি জানেন যে কর্মেনিযুক্ত থাকলেও তিনি কোন কর্মেরই কর্তা নন।এর ফলে কর্মফলে অনাসক্তি আসে।

চুতুর্থ স্তরঃ **কর্মযোগ : নৈতিক উন্নতির সোপান**

শ্রীমদ্ভাগবতগীতা অনুযায়ী ফলের আশা না করে কর্ম করে যাওয়াই মনুষ্য কুলের অবশ্যকর্তব্য। কর্ম করতে হবে কর্তব্যবোধে। কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য অর্থাৎ ‘duty for duty’ssake’। এই প্রসঙ্গে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট এর ‘Categorical imperative’ বা শর্তহীন আদেশ এর কথাবলা যায়। পাশ্চাত্য দার্শনিক কান্ট তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Groundwork of Metaphysic of Morals* এ বলেন যে,যে কর্ম কর্তব্য বোধে করা হয়ে থাকে তাই-ই নৈতিক।[4]

আসলে আমরা প্রায় সব কাজই করি কোন না কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফলাফল লাভের আশায়,যেমন প্রশংসা,সুখ, শান্তি , এমনকি মোক্ষ লাভের ইচ্ছায় কর্ম তেও ফলের আশা থাকে। ‘আমিনিষ্কাম কর্ম করবো’- এই চিন্তাটি ও কিন্তু এক ধরনের সূক্ষ্ম ইচ্ছা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলাযায় যে পরিপূর্ণ নিষ্কাম কর্ম সাধারন মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। কারণ চেতনের গভীরে সবসময় কোন না কোনরকম আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা লুকিয়ে থাকে। নিষ্কাম কর্ম এই অর্থে সোনারপাথর বাটির মতো ঠেকে।

শ্রীমদ্ভগবত গীতায় ব্যক্ত এই দুই প্রকার কর্ম সকাম ও নিষ্কাম মূলত : কোনো দুটি পৃথককর্ম প্রকার নয়; কর্মের দুটি স্তর মাত্র।সকাম কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়েই ক্রমশ: নিষ্কামকর্ম সম্পাদনের অভিমুখী হওয়াই মানব জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। যেমন ভোগের মধ্য দিয়েত্যাগ, তেমনি ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে জনকল্যাণকামী কর্ম করার অভিমুখী হতেপারলে নৈতিক উত্তরণ ঘটে।নেতিবাচক বা ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ভিত্তিক আবেগ গুলোকে আমরাযত গঠন মূলক ও জনকল্যাণমূলক প্রবণতার দিকে পরিচালিত করতে পারব তত আমরা সকামথেকে নিষ্কামের দিকে অভিমুখী হতে পারব। নিজকেন্দ্রিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে গেলেমন সংকুচিত হয়। পরকেন্দ্রিক কামনা বাসনা অর্থাৎ অপরকে ভালো রাখা, অপরের জন্য বাঁচামনকে প্রসারিত করে এবং কর্মের প্রতি আসক্তি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে ওআধ্যাত্মিকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

[4] Kant, I. (1998). *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (M. Gregor, Trans. & Ed., p. 10). Cambridge University Press

স্বামী বিবেকানন্দের "*The CompleteWorks of Swami Vivekananda*" (Vol. 3 ও Vol. 4) গ্রন্থে তারই অনুরণন পাওয়া যায়।স্বামীবিবেকানন্দের দর্শনে কর্ম কেবল বাহ্যিক কার্যকলাপ নয়, বরং আত্মোন্নতির এক বিশুদ্ধউপায়।[5] তিনি মনে করেন, নিস্বার্থ কর্মই মানুষকে বন্ধনমুক্ত করে। আমরা যখন আমাদেরস্বার্থ ভুলে গিয়ে অপরের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করি, তখন সেটাই আসল যোগসাধনা।তাইস্বামীজির মুখে আমরা শুনতে পাই 'humanity leads to spirituality'[6]। অন্যের ক্ষতি করার ইচ্ছাকে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করার মধ্য দিয়ে শুদ্ধ করা যেতে পারে, লোভ,লালসা উদারতা অনুশীলনেরমাধ্যমে কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে। আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, খারাপ কাজের চেয়ে ভালোকাজকে আধ্যাত্মিক সচেতনতায় রূপান্তর করা সহজ। একজন কৃপণ ব্যক্তির চেয়ে একজন উদারব্যক্তির পক্ষে বিস্তৃত চেতনা বিকাশ করা সহজ। যত বেশি কেউ বুঝতে পারে যে আত্মতৃপ্তি আত্মপ্রসারণ এর সমতুল্য , ততই স্পষ্টভাবে সে নিজের আত্মবোধকে অসীমতায় প্রসারিতকরতে অনুপ্রাণিত বোধ করে। কর্মে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে না করে, কর্ম টিকে একটি সাধারণকর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। মূলত: যে কাজে "আমি কর্তা নই" এই মনোভাব থাকে, তাবন্ধন কারক হয় না। 'Work is Worship' এই মনোভাব ই নিষ্কাম কর্মের মূল কথা। যখন কর্মহয়ে ওঠে উৎসর্গ, তখন তার সাথে আর ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা জড়িত থাকে না। তখন কর্মসকাম থেকে নিষ্কাম হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রবন্ধ 'সভ্যতার সংকট'-এ নিষ্কাম কর্মের ধারণা টিকে এক গূঢ়দার্শনিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রবন্ধটি রচিত হয় ১৯১৯ সালেজালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পটভূমিতে। তিনি এখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার আত্মকেন্দ্রিক,ভোগকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে ভারতীয় মানবতাবাদ ও নিষ্কাম কর্মনীতিকে তুলে ধরেছেন।[7] রবীন্দ্র চিন্তায় নিষ্কাম কর্ম হল এমন কর্ম যা ব্যক্তি নিজের লাভ বাআত্মস্বার্থের চিন্তা না করে সত্য, ন্যায় ও মানবকল্যাণ উপলক্ষে করে থাকে। এটাই ভারতীয়সভ্যতার আত্মা।

ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়ে গভীর দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।এখানে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু ধর্ম, নৈতিকতা, ঈশ্বর, কর্ম, মোক্ষ, এবং মানবজীবনের উদ্দেশ্যনিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন।তিনি এই গ্রন্থে সকাম কর্ম অর্থাৎ ফলের কামনায় করা কর্মেরসীমাবদ্ধতা ও সমাজের উপর এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন।"যে ধর্ম সমাজহিত না করে, তাহাপরমার্থ হইতে পারে, কিন্তু মানবধর্ম হইতে পারে না।"(ধর্মতত্ত্ব, বঙ্কিমচন্দ্র)। এখানে তিনিস্পষ্ট করে বলতে চেয়েছেন যে , ধর্ম বা কর্ম যদি সমাজকল্যাণে না আসে, তবে তা মানবধর্মনয়, তা কেবল নিজস্ব পরিত্রাণের পন্থা হিসেবে পরিগণিত হবে।[8]

---

[5] Vivekananda, S. (2003). *The complete works of Swami Vivekananda* (Vol. 4, 9th ed., pp. 234–236). Advaita Ashrama

[6] Vivekananda, S. (2024). *The complete works of Swami Vivekananda* (Vol. 5, Deluxe hardbound 9-volume set, p. 312). Advaita Ashrama

[7] Tagore, R. (2022). *Sabhyatar sankat* [সভ্যতার সংকট]. In *Rabisamagra* (Vol. 20, pp. 45–67). Sahitya Akademi

[8] Chattopadhyay, B. C. (1888). *Dharmatattva*. In *Bankim Rachanabali* (pp. 60–62)

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-2, July-December 2025

আধুনিক কালের বিশিষ্ট দার্শনিক ড. অরিন্দম চক্রবর্তী তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে ভারতীয়কর্মতত্ত্বের নৈতিক মূল্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, গীতার নিষ্কাম কর্মের শিক্ষাআধুনিক সমাজে duty-based ethics বা কর্তব্যনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। তিনিউল্লেখ করেন যে নিষ্কাম কর্মে যে আত্মবিরতি (ego-lessness) আছে, তা আধুনিক পেশাগতজীবন ও জনসেবা ক্ষেত্রে এক নৈতিক মাপকাঠি হতে পারে।ড. চক্রবর্তী মনে করেন, আধুনিকসমাজে কর্ম অনেক ক্ষেত্রেই উৎপাদনশীলতা ও ব্যক্তিগত লাভের উপর নির্ভরশীল। ফলেসেখানে সত্যিকারের মানবিক মূল্য হারিয়ে যায়।[9] নিষ্কাম কর্ম এই মানসিকতার মোকাবিলায়একটি কার্যকর নীতিগত ভিত্তি দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চিকিৎসক যদি শুধুমাত্রপারিশ্রমিক বা খ্যাতির জন্য কাজ করেন, তবে তা হবে সকাম কর্ম; কিন্তু যদি তিনিমানবসেবাকে প্রাধান্য দেন, তবে তা হবে নিষ্কাম কর্মের দৃষ্টান্ত।তিনি আরও বলেন যে, এইধারণাটি কেবল হিন্দুধর্মীয় পটভূমিতে নয়, কান্টীয় নীতিবিদ্যার সঙ্গে সমান্তরালভাবে বিবেচনাকরা যায়, যেখানে কাজ করা উচিত ,কারণ এটি কর্তব্য (duty for duty's sake); ফল লাভের জন্য নয়।

Moral Dilemmas in Modern India: Essays in Applied Ethics প্রবন্ধ সংকলনেতিনি দেখিয়েছেন যে আধুনিক সামাজিক সমস্যাগুলিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে নৈতিক অবস্থাননেওয়া হয়েছে, তা প্রায়শই গীতার কর্মযোগবাদী দর্শনের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। যেমন , যখনচিকিৎসককে সিদ্ধান্ত নিতে হয় কার জীবন আগে বাঁচানো হবে, তখন গীতার কর্মযোগ নির্দেশদেয়— ব্যক্তিগত আবেগ নয়, রোগীর চিকিৎসার জন্য যে কর্তব্যবোধ, সেটি অনুযায়ী কাজকরাই উচিত। ফলের চিন্তা না করে ন্যায়নীতি মেনে কর্ম সম্পাদনের আদর্শই এখানে প্রযোজ্য।

ড. কৃষ্ণানু ঘোষ, যিনি মূলত ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার ও আন্তঃসংস্কৃতিক নৈতিক অনুশীলনেরএকজন প্রখ্যাত বিশ্লেষক, তিনি নিষ্কাম কর্মকে ব্যাখ্যা করেছেন নতুন মানবিকতা ও নৈতিকনেতৃত্বের পরিকাঠামো হিসেবে।তাঁর মতে, আধুনিক সমাজে 'সকাম কর্ম' অর্থাৎ স্বার্থনির্ভরকার্যকলাপ ক্লান্তি, বেহাল সামাজিক কাঠামো ও আত্মকেন্দ্রিকতাকে উৎসাহ দেয়। তিনিবলেন;"নিষ্কাম কর্ম মানে ফলের প্রতি উদাসীনতা নয়, বরং বৃহত্তর কল্যাণের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা।"[10] তিনি বলেন;"নিষ্কাম কর্ম মানে ফলের প্রতি উদাসীনতা নয়, বরং বৃহত্তর কল্যাণের প্রতি দায়বদ্ধথাকা।"[১০]

ড. ঘোষ তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, নির্মল অন্তঃপ্রেরণা এবং নৈতিক উদ্দেশ্য যদি কোনোকর্মের মূলে থাকে, তবে তা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্যই কল্যাণকর হতে পারে। তাঁর মতে,কর্পোরেট নৈতিকতা, প্রশাসন, এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় নিষ্কাম কর্মের নীতিকে অন্তর্ভুক্ত করাগেলে অনেক কাঠামোগত সমস্যার সমাধান হতে পারে।তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন , আধুনিকতরুণ সমাজের কাছে কর্মের তাৎপর্য বোঝাতে গেলে আধ্যাত্মিক নৈতিকতা ও

---

[9] Chakrabarti, A. (2011). Duty and desire: On the Gita's ethics. In A. Bilimoria & R. B. Indich (Eds.), *Sabda: Text and interpretation in Indian philosophy* (pp. 145–162). Oxford University Press

[10] Ghosh, K. (2022). *Nishkama Karma and the Ethics of Leadership: A Framework for New Humanism*. In R. Sen & M. Banerjee (Eds.), *Ethics in Contemporary Society: Indian Philosophical Perspectives* (pp. 88–104). Routledge India

ব্যবহারিকবিবেকবোধ—এই দুইয়ের মেলবন্ধন জরুরি। গীতার নিষ্কাম কর্মচিন্তা সেই যোগসূত্র গড়ে দিতে পারে।

উপসংহার: আধুনিক সমাজ ও কর্মতত্ত্ব(প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োগ)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরায় নীতিবিদ্যার আকরহিসেবে শ্রীমদ্ভগবত গীতা নিঃসৃত কর্মযোগ বা কর্মবাদ মানব জীবনের নৈতিক দায়িত্ব ওচেতনার উৎকর্ষের পথ নির্দেশ করে যা বর্তমান সমাজের নিরিখে একান্ত প্রয়োজন। কর্মেরবন্ধন থেকে সাধারণ মানুষ কখনোই মুক্ত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না কর্ম কে বৃহত্তরসমাজ কল্যানাভিমুখী করে তোলা সম্ভব হচ্ছে। তাই সকাম ও নিষ্কাম কর্ম—এই দুইটি কর্মেরদর্শন কেবল নৈতিক পছন্দ নয়, বরং এক গভীর আত্মবিশ্লেষণের দরজা খুলে দেয়। নিষ্কাম কর্ম

মানুষকে কর্মে সম্পৃক্ত রেখে আত্মত্যাগ ও সমাজসেবার পথে পরিচালিত করে। বর্তমান সময়ে,যখন সমাজে আত্মকেন্দ্রিকতা ও মোহ বাড়ছে, তখন এই তত্ত্ব নতুন এক নৈতিক চেতনাকেউন্মোচন করতে পারে।গীতা তথা ভারতীয় নীতিবিদ্যার এই বিশ্লেষণ থেকে শিক্ষা নিয়ে যদি আমরাসমাজজীবনে নিষ্কাম কর্মের দর্শন প্রয়োগ করতে পারি, তাহলে কর্ম শুধু পেশা নয়, নৈতিকসাধনায় পরিণত হবে। এটি কেবল আত্মার মুক্তিই দেবে না, সমাজকে অধিকতর মানবিক করেতুলবে।বর্তমান সমাজে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, ভোগবাদ, ও কর্মফলের প্রতি

অতিমাত্রায় আসক্তি লক্ষ্য করা যায়। কর্ম এখন একমাত্র মাধ্যম হয়ে উঠেছে প্রতিযোগিতা,লাভ, লোভ ও প্রভাব বিস্তারের। এই পরিস্থিতিতে নিষ্কাম কর্মের ধারণা এক বিপরীত দর্শন।

আমরা মনে করতে পারি যে নিষ্কাম কর্মের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে—

- একজন শিক্ষক, ডাক্তার, বা প্রশাসক যদি কর্তব্যবোধ থেকে কাজ করেন, এবং ফল বাস্বীকৃতির জন্য না করেন, তবে সমাজে সত্যিকারের নৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হবে৷
- কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি শুধু প্রচার নয়, প্রকৃত মানবিক উদ্যোগ হয়ে উঠবে।
- রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ভাগ্যহীন হবে না।
- আত্মকেন্দ্রিকতা হ্রাস পাবে।
- ছাত্রদের যদি শেখানো যায় যে পড়াশোনা শুধুই চাকরির জন্য নয়, জ্ঞানার্জনের ওআত্মোন্নতির মাধ্যম, তবে এক নতুন প্রজন্ম তৈরি হবে যারা আত্মনির্ভর ও নৈতিক হবে। ফলেবৃহত্তর সমাজের নৈতিক উন্নতি ঘটবে।

অতএব, নিষ্কাম কর্ম যে ভারতবর্ষের একটি গভীর (নিজস্ব) নৈতিক আদর্শ যা আত্মবিকাশ ও সমাজকল্যাণ উভয়দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান সময়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

গ্রন্থপঞ্জী:

1. Bentham, J. (1996). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (J. H. Burns & H. L. A. Hart, Eds., p. 11). Oxford University Press.

2. **Chakrabarti, A.** (2011). Duty and desire: On the Gita's ethics. In A. Bilimoria & R. B. Indich (Eds.), *Sabda: Text and interpretation in Indian philosophy* (pp. 145–162). Oxford University Press.

3. **Chattopadhyay, B. C.** (1888). *Dharmatattva.* In *Bankim Rachanabali* (pp. 60–62).

4. **Ghosh, K.** (2022). *Nishkama karma and the ethics of leadership: A framework for new humanism.* In R. Sen & M. Banerjee (Eds.), *Ethics in contemporary society: Indian philosophical perspectives* (pp. 88–104). Routledge India.

5. Kant, I. (1998). *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (M. Gregor, Trans. & Ed., p. 10). Cambridge University Press.

6. **Kant, I.** (2002). *Critique of practical reason* (W. S. Pluhar, Trans.). Hackett Publishing Company. (Original work published 1788)

7. Mill, J. S. (1978). *On Liberty* (G. Himmelfarb, Ed., p. 83). Penguin Books

8. Sivananda, S. (2004). *Essence of the Bhagavad Gita* (p. 47). The Divine Life Society.

9. **Tagore, R.** (2022). *Sabhyatar sankat[সভ্যতার সংকট].* In *Rabisamagra* (Vol. 20, pp. 45–67). Sahitya Akademi.

10.**Vivekananda, S.** (2003). *The complete works of Swami Vivekananda* (Vol. 4, 9th ed., pp. 234–236). Advaita Ashrama.

11.**Vivekananda, S.** (2024). *The complete works of Swami Vivekananda* (Vol. 5, Deluxe hardbound 9-volume set, p. 312). Advaita Ashrama.

12.Vyasa. (2000). *Bhagavad Gita* (Swami Sivananda, Trans., p. 118). The Divine Life Society.